অপর মামলা নং-১৩০/২০১১

আবদুল মালেক গং ------- বাদী
বনাম
সোলতান আহম্মদ গং ------ বিবাদী

Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান, **সিনিয়র সহকারী জজ**

বৃহস্পতিবার the ২৫ day of এপ্রিল, **২০২৪**

Other Suit No. ১৩০ / ২০১১

আবদুল মালেক গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

সোলতান আহম্মদ গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৭/০২/১৪ খ্রিঃ, ০৯/০৮/১৭ খ্রিঃ, ২০/১১/১৭ খ্রিঃ, ২৫/০২/১৮ খ্রিঃ, ০১/০৪/১৮ খ্রিঃ, ০৩/০৫/১৮ খ্রিঃ, ১২/০৮/১৮ খ্রিঃ, ২৩/০৭/১৯ খ্রিঃ, ১২/০৬/১৯ খ্রিঃ, ০৬/০৮/১৯ খ্রিঃ, ২৬/০৯/১৯ খ্রিঃ, ১৯/০১/২৩ খ্রিঃ, ২৩/০২/২৩ খ্রিঃ ও ২১/০৩/২৪ খ্রিঃ ও ১০/০৩/২৪ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব রাজেন কান্তি দাশ Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব সুজিত বিকাশ দাশ Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা দলিল সংশোধনসহ ঘোষণামূলক প্রতিকার প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

১) তপসিলোক্ত আর. এস. ২৮৪ নং খতিয়ানের আর. এস. ১১৯৮৫ দাগের ১৫ শতক সম্পত্তির মধ্যে .০৭৫০ শতাংশ সম্পত্তি জমিলা খাতুন এবং .০৭৫০ শতাংশ সম্পত্তি সোনা মিয়া, সাহেব মিয়া, হামজা মিয়া, মালিক স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তাদের নামে আর এস খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচারিত হয়। জমিলা খাতুন ওয়ারীবিহীন মরনে তৎ একমাত্র ভ্রাতা আছদ আলী জমিলা খাতুনের স্বত্বাংশের মালিক হন। আছদ আলী গত ২১/০৪/১৯৫৯ ইং তারিখের ২০৭০ দলিল মূলে বাদীগণের পিতা আনু মিয়ার নিকট .০৭৫০ শতাংশ সম্পত্তি হস্তান্তর করেন।

২)   তপসিলোক্ত আর. এস. ২৮৪ নং খতিয়ানের আর. এস. ১১৯৮৬ দাগের .০৮০০ শতাংশ সম্পত্তির মালিক ছিলেন আনছার আলীর পুত্র হামিদ আলী। তাহার নামে আর. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত ভাবে প্রচার আছে। হামিদ আলী মরনে দুই পুত্র আবদুর রশিদ ও আবদুল সামাদ গং অপরাপর ওয়ারিগণের সহিত আপোষ বন্টন মূলে ভোগদখলে থাকাবস্থায় গত ৬/২/৪৩ ইং তারিখের ৭৩৮ নং দলিল মূলে আবদুল বারিক সারেং এর নিকট বিক্রয় করেন। আবদুল বারিক সারেং গত ১৫/৫/১৯৪৬ ইং তারিখের ৩৬৯৪ নং দলিল মূলে আর. এস. ১১৯৮৭ দাগে ২০ শতক এবং আর. এস. ১১৯৮৬ দাগে ০৮ শতক সহ মোট ২৮ শতক সম্পত্তি নজির আহম্মদ এর নিকট বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে নজির আহাম্মদ গত ১৮/১১/৫৭ ইং তারিখের ৮১০৩ নং কবলামুলে আহামদ হোছাইন এর নিকট আর. এস. ১১৯৮৭ দাগে .০৬০০ শতাংশ সম্পত্তি বিক্রয় করেন। আহামদ হোছাইন গত ২৮/৮/৬১ ইং তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ছাফ বিক্রয় কবলা দলিল নং ৬৪৫৯ মূলে আনু মিয়ার নিকট উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ববান হন। আনু মিয়া স্ব নামে ও বিনামে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ভোগ দখলে থাকাবস্থায় দেনার দায়ে পটিয়া ৪র্থ মুনসেফী আদালতে তৎ ১ম স্ত্রী মোছাম্মৎ ছফেয়া খাতুনের দায়ের করা মানিজারী মোকদ্দমা নং ১৩/৬৮ মুলে আনু মিয়ার স্থাবর সম্পত্তি আর. এস. দাগ নং ১১৯৮৫, ১১৯৮৬ এর আন্দর ৷৭ (সাত) গন্ডা বসত বাড়ী এবং ১১৯৮৭ এর আন্দর ৩\/.(তিন গন্ডা তিন গন্ডা) নাল জমি নিলাম হয়। শাহা মিরপুর নিবাসী মীর কাশেমের পুত্র তমিজ গোলাল উক্ত সম্পত্তি গত ১/৮/৬৯ ইং তারিখে নিলাম খরিদ করেন। উক্ত নিলাম খরিদা সম্পত্তি বিগত ২৯/১১/১৯৬৯ ইং তারিখ দখল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩)   পরবর্তীতে নিলাম খরিদ্দার তমিজ গোলাল মরনে তৎ পুত্র অলি আহম্মদ, সোলতান আহম্মদ, মৌঃ আবদুল জলিল, কবির আহম্মদ, ছবির আহম্মদ, রফিক আহম্মদ, কন্যা কদ বানু, রেসম জান এবং স্ত্রী মায়মুনা খাতুন তৎ ত্যাজ্য বিত্তের মালিক হন। তোমিজ গোলাল এর উক্ত ওয়ারীশগণ গত ৮/১০/৭৩ ইং তারিখের ৫৪০৬ কবলা মূলে আর. এস. জরীপের ২৪৮ খতিয়ানের ১১৯৮৫, ১১৯৮৬ দাগাদীর আন্দর ১৪ শতক বাড়ী ভিটি এবং আর. এস. জরীপের ৬২২ নং খতিয়ানের ১১৯৮৭ দাগের আন্দর ৭$\frac{১}{২}$ শতক বশত বাড়ী সহ মোট ২১$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তি বাদীগণ বরাবর হস্তান্তর করেন।

৪)   গত ১৫/২/১১ ইং তারিখে ১নং বাদী খাজনা পরিশোধ করতে গেলে ৮/১০/৭৩ ইং তারিখের ৫৪০৬ নং কবলায় তপসিল বর্নিত আর. এস. দাগ ১১৯৮৫ এর পরিবর্তে ভুল বশত ১২৯৮৫ এবং আর. এস. দাগ ১১৯৮৬ এর পরিবর্তে ভুল বশত আর. এস. দাগ নং ১২৯৮৬ লিপি হয় মর্মে জানতে পারেন। বাদীগণ উক্তরূপ ভুল লিপির বিষয়ে পূর্বে অবগত ছিলেন না। শাহামিরপুর মৌজার সর্বশেষ আর. এস. দাগ নম্বর ১২৯৪৬। ফলে উক্ত মৌজার আর. এস. ১২৯৮৫/ ১২৯৮৬ দাগের কোনরূপ অস্থিত্ব নাই। তৎ প্রমানে বাদী বিগত ১০/৫/২০১৮ ইং তারিখে সংগৃহীত সংবাদের নকল ও আর. এস. সীট মাননীয় আদালতের সুবিবেচনার নিমিত্তে দাখিল করিলেন। বাদীগণ তাহাদের খরিদা দলিলের তফসিলে দাগ ভুল লিপি বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া বিবাদীগণকে গত ২০/৩/১১ ইং তারিখে সংশোধন করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে

বিবাদীগণ বিভিন্ন তালবাহানায় কালক্ষেপন করিতে থাকে এবং বিগত ১/৮/১১ ইং তারিখে সংশোধিত দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে অস্বীকার করে। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদীপক্ষ অত্র মামলা আনয়ন করেন।

৫) **অন্যদিকে ১-৩৫ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,** শাহা মিরপুর নিবাসী মীর কাশেমের পুত্র তমিজ গোলাল আনু মিয়ার নিলাম হওয়া সম্পত্তি ৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ) টাকা মূল্যে গত ১/৮/৬৯ ইং তারিখে আদালত হইতে নিলাম খরিদ করিয়া মালিক স্বত্ত্বাধিকারী হইয়াছেন। তমিজ গোলাল মরনে তৎ পুত্র অলি আহম্মদ, সোলতান আহম্মদ, মৌঃ আবদুল জলিল, কবির আহম্মদ, ছবির আহম্মদ, রফিক আহম্মদ, কন্যা কদ বানু, রেসম জান এবং স্ত্রী মায়মুনা খাতুন তৎ ত্যাজ্য বিত্তের মালিক হন। গত ৮/১০/৭৩ ইং তারিখে ৫৪০৬ নং দলিল মূলে তমিজ গোলাল এর ওয়ারিশ অলি আহম্মদ গং হইতে বাদীগণ ১১৯৮৫, ১১৯৮৬ দাগাদীর আন্দর ১৪ শতক ও ১১৯৮৭ দাগের আন্দর ৭$\frac{১}{২}$ শতক বাড়ী সহ মোট ২১$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন। কিন্তু খরিদা দলিলের আর. এস. দাগ ১১৯৮৫ এর পরিবর্তে ভুলবশত ১২৯৮৫ এবং আর. এস. ১১৮৯৬ এর পরিবর্তে ভুল বশত আর. এস. দাগ ১২৯৮৬ লিপি হওয়া বর্তমানে দৃস্ট হয়। বাদীগণের বর্ণনা মতে বাদীগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তির তফশিলে দাগ ভুল লিখা হওয়ার বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া বিবাদীগণের সহিত গত ২০/৩/১১ ইং তারিখে যোগাযোগ করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়ার জন্য সংশোধিত দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে বিবাদীগণকে অনুরোধ জানাইলে বিবাদীগণ বিভিন্ন তালবাহানায় কালক্ষেপন করিতে থাকে এবং বিগত ১/৮/১১ ইং তারিখে সংশোধিত দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে অস্বীকার করে। এই সকল বক্তব্য মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক। এমতাবস্থায় বিবাদীগণের বিরুদ্ধে অত্র মামলা অচল, অরক্ষনীয় এবং খারিজ যোগ্য।

৬) **অন্যদিকে ৫১ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,** তপশীলোক্ত আর. এস. ২৮৪ নং খতিয়ানের আর. এস. ১১৯৮৫ দাগের ১৫ শতক সম্পত্তির .০৭৫০ শতাংশ সম্পত্তি জমিলা খাতুন এবং .০৭৫০ শতাংশ সম্পত্তি সোনা মিয়া, সাহেব মিয়া, হামজা মিয়া, পিতা- নাজির আলী মালিক স্বত্ত্বাধিকারী হয়। তৎ মতে তাহাদের নামে আর. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। জমিলা খাতুনের স্বত্বাংশ তিনি ভোগ দখলে থাকাকালে ওয়ারিশ বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করিলে তৎ একমাত্র ভ্রাতা আছদ আলী তৎ স্বত্ব প্রাপ্ত হন। আছদ আলী বিগত ২১/৪/১৯৫৯ ইং তারিখের ২০৭০ নং রেজিস্ট্রিযুক্ত কবলা মুলে বাদীগণের পিতা আনুমিয়ার নিকট .০৭৫০ শতাংশ সম্পত্তি বিক্রি করিয়া দখল হস্তান্তর করেন। বাদীগণের পিতা আনু মিয়া আর. এস. ২৮৪ নং খতিয়ানের আর. এস. ১১৯৮৫ দাগের .০৭৫০ শতাংশ ভিটিভূমি প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখলে থাকাবস্থায় বিগত বি এস জরিপে উক্ত আনু মিয়ার নামে বি এস জরিপ রেকর্ড হয়। বাদীগণের পিতা আনু মিয়ার নামে বি. এস. জরিপ রেকর্ড হয়। বাদীগণের পিতা আনু মিয়া বিগত ৮/১২/৭৯ ইং তারিখের

১৮০৭৫ নং কবলা মূলে ৩ গন্ডা ভূমি এই বিবাদীর চাচা মোঃ এখলাছ মিয়া এবং এই বিবাদীর পিতা জহুর আলমের বরাবরে বিক্রি করতঃ খাস দখল অর্পন করেন। উক্ত ভিটি ভূমি পারিবারিক আপোষ বন্টনে এই বিবাদীর পিতা জহুর আলম প্রাপ্ত হন এবং এই ভিটি ভূমিতে গৃহাদি বন্ধনে চারিদিকে বৃক্ষাদি রোপনে ছেদনে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত বাড়ি ভিটি ভূমি বিবাদী এবং তৎ ভ্রাতাগণ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত ভিটিসহ গৃহাদিতে বসবাসে রত আছে। বাদীগণের দূর্লোভের বশবর্তী হইয়া ফেরবী উপায়ে নিলামের কাগজ সৃজন করিয়া এবং জাল কবলা সৃষ্টি করিয়া ৪০ বৎসর পূর্বের কথিত দলিল সংশোধনের জন্য ফেরবী উপায়ে অত্র মামলা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত নিলামের কোন প্রকার দখল দেওয়ানীও নাই। বাদীগণ অত্র মামলায় কোন প্রকার প্রতিকার পাইতে পারে না।

৭) **<u>অন্যদিকে ৩৮-৪৫/৪৮/৪৯/৫০ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,</u>** তপশীলোক্ত নালিশী আর. এস. খতিয়ানের মন্তব্য কলামে আর. এস. ১১৯৮৫ দাগে জমিলা খাতুন, সোনা মিয়া, সাহেব মিয়া এবং তপশীলোক্ত আর. এস. ১১৯৮৬ দাগে হামিদ আলী দখলকার থাকা মর্মে আর. এস. ২৪৮ নং খতিয়ান এবং আনছর আলীর পুত্র হামিদ আলী সম্পূর্ণ অংশ স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া নালিশী আর. এস. ১১৯৮৭ দাগের সম্পূর্ণ ২০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার থাকা মর্মে আর. এস. জরীপের ৬২২ নং খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। আর. এস. রেকর্ডি জমিলা খাতুন একমাত্র ভ্রাতা আবদুল ছত্তারকে রেখে মারা গিয়াছেন। আবদুল ছত্তার বিগত ২১/০৪/৫৯ ইং তারিখের ২০৭০ নং কবলা মূলে আর. এস. ১১৯৮৫ দাগের আং ৭.৫০ শতক ভূমি অত্র বিবাদীর পূর্ববর্তী আনু মিয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। আর. এস. রেকর্ডি হামিদ আলীর মৃত্যুতে তৎ ওয়ারীশ গং ০৬/০২/১৯৪৩ ইং তারিখের ৭৩৮ নং কবলা মূলে আর. এস. ১১৯৮৬ দাগে ০৮ শতক এবং আর. এস. ১১৯৮৭ দাগে হায় ২০ শতক সহ মোট ২৮ শতক ভূমি আবদুল বারিক সারাং এর নিকট বিক্রি করে। আবদুল বারিক সারাং বিগত ১৫/৫/৪৬ ইং তারিখের ৩৬৯৪ নং কবলা মূলে উক্ত ২৮ শতক ভূমি নজির আহামদ সওদাগরের নিকট বিক্রি করেন। উক্ত নজির আহম্মদ ১৮/১১/৫৭ তারিখের ৮১০০ নং কবলা মূলে নালিশী আর. এস. ১১৯৮৭ দাগান্দর ০৭ শতক ভূমি আনু মিয়ার পুত্র নুরুল ইসলামের নিকট এবং একই তারিখের ৮১০১ নং কবলা মূলে নালিশী আর. এস. ১১৯৮৭ দাগান্দর ০৭ শতক ভূমি আনু মিয়ার নিকট এবং একই তারিখের ৮১০২ নং কবলা মূলে তপশীলোক্ত আর. এস. ১১৯৮৬ দাগ হায় ০৮ শতক ও আর. এস. ১১৯৮৭ দাগান্দর ০১ শতক মোট ০৯ শতক ভূমি আনু মিয়ার পুত্র ফৈজুল আলমের নিকট এবং একই তারিখের ৮১০৩ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মূলে নালিশী আর. এস. ১১৯৮৭ দাগান্দর ০৬ শতক ভূমি আহামদ হোসেনের নিকট বিক্রি করেন। উক্ত আহামদ হোসেন বিগত ২৮/০৮/৬১ ইংরেজী তারিখের ৬৪৫৯ নং কবলা মূলে নালিশী আর. এস. ১১৯৮৭ দাগান্দর ০৬ শতক ভূমি আনু মিয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। স্বত্ব দখল দৃষ্টে আনু মিয়া, নুরুল ইসলাম ও ফৈজুল আলমের নামে বি. এস. ১১৩ ও ২১০৯ নং খতিয়ান পরিমিত আছে।

৮) আনু মিয়া মরনে আনু মিয়া মরণে ২ স্ত্রী ছফেয়া খাতুন, আনোয়ার বেগম, ৭ পুত্র ৩৮ নং বিবাদী, নুরুল ইসলাম, ফৌজুল আলম, ১-৩ নং বাদীগণ ও আবদুল মোনাফ এবং ৬ কন্যা ৩৯-৪১ নং বিবাদীগণ,

সহর বানু, মঈরা বেগম, সজেদা বেগম ওয়ারিশ হয়। নুরুল ইসলাম অবিবাহিত মরণে তৎ সহোদর ২ ভ্রাতা ৩৮নং বিবাদী ও ফৌজুল আলম এবং ৪ ভগ্নি ৩৯-৪১ নং বিবাদীগণ এবং সহর বানু ওয়ারিশ হয়। ফৈজুল আলম সন্তানবিহীন মরনে তৎ সহোদর ভ্রাতা ভগ্নি ৩৮-৪১ নং বিবাদী এবং সহর বানুকে ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যান। সহর বানুর মৃত্যুতে ৪২-৫০ নং বিবাদী এবং সিরাজুল হক, মরিয়ম বেগম ব্যক্তিগণ ওয়ারিশ হয়। উক্তমতে অত্র বিবাদীগণ আর. এস. ১১৯৮৫, ১১৯৮৬, ১১৯৮৭ দাগাদিতে আনু মিয়া হইতে মৌরশী সূত্রে এবং নুরুল ইসলাম ও ফৌজুল আলম হইতে ওয়ারিশী সূত্রে মোট ২৫.৮০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও ভোগ দখলকার আছেন। উল্লেখ্য যে, বাদীপক্ষে দাখিলীকৃত বিগত ২৯/১১/৬৯ ইং তারিখের দখল দেওয়ানীর সহিমোহুরী নকলের ১ম ও ২য় পৃষ্টায় ঘষামাজা (ওভার রাইটিং) হওয়ায় উক্ত দখল দেওয়ানী সৃজিত ও বানোয়াট। বিবাদীপক্ষ জেলা জজ আদালতের রেকর্ড রুম শাখা প্রদত্ত বিগত ২৬/০৬/২৩ ইং সংবাদের নকল নিয়ে জানতে পারেন যে উক্ত দখল দেওয়ানী সম্পর্কিত মানী জারী ১৩/৬৮ নং মোকদ্দমার নথি বিনষ্ট করা হইয়াছে। বাদীপক্ষ সম্পূর্ন মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলায় আনয়ন করায় তা খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

৯) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?
৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বিগত ৮/১০/১৯৭৩ ইং তারিখের ৫৪০৬ নং কবলা সংশোধনযোগ্য কিনা ?
৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

১০) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ আবদুল মালেক (P.W.1), মোঃ হোসেন (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ ইদ্রিচ (D.W.1), মোঃ আলী (D.W.2) ও মোঃ কামাল (D.W.3)।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ২৪৮, ৬২২ বি. এস. ২১০৯, ১১১, ১১৩ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-১ (সিরিজ)

২। ০৮/১০/৭৩ ইং তাং ৫৪০৬ নং মূল দলিল	প্রদর্শনী-২
৩। ০৬/০২/৪৩ তারিখের ৭৩৮ নং জাবেদা	প্রদর্শনী-৩
৪। ২৮/০৮/৬১ ইং তাং ৬৪৫৯ নং মূল	প্রদর্শনী-৪
৫। ২৯/০৬/৪৬ ইং তাং ৩৬৯৪ নং মূল	প্রদর্শনী-৫
৬। ১৮/১১/৫৭ ইং তাং ৮১০৩ নং মূল	প্রদর্শনী-৬
৭। ২১/০৪/৫৯ ইং তারিখের ২০৯০ নং মূল	প্রদর্শনী-৭
৮। ১২/১১/৬৯ ইং তাং বয়নামা	প্রদর্শনী-৮
৯। দখল দেওয়ানীর পরোয়ানা	প্রদর্শনী-৯
১০। শাহামীরপুর মৌজার আর. এস. সীটের ফটোকপি	প্রদর্শনী-১০
১১। ১০/৫/১৮ ইং তারিখের সংবাদের নকল	প্রদর্শনী-১১

১১) সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ১৮/১১/৫৭ ইং তারিখের ৮১০২ নং দলিলের জাবেদা	প্রদর্শনী-ক
২। নামজারী ৫৪৮ নং খতিয়ানের	প্রদর্শনী-খ
৩। ডি. সি. আর ও দাখিলা	প্রদর্শনী-গ
৪। আর. এস. ৬২২ ও ২৪৮ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-ঘ
৫। বি. এস. ২১০৯ ও ১১৩ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-ঙ
৬। ১৮/১১/৫৭ ইং তারিখের ৮১০০, ৮১০১, ৮১০৩ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-চ

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে ৫১ নং বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। বিগত ০৮/১২/৭৯ ইং তারিখের ১৮০৭৫ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী-ক

মামলা চলাবস্থায় বাদীপক্ষের সাথে ১-৩৫ নং বিবাদীপক্ষের সোলেনামা সম্পাদিত হয়। সোলেনামাসূত্রে অত্র মামলা উভয়পক্ষ ডিক্রীর প্রার্থনা করেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১২) বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ঃ " অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ? + অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি বাদীগণ ০৮/১০/১৯৭৩ ইং তারিখের কবলামুলে খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয় ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। নালিশী সম্পত্তির খাজনা দিতে গিয়ে বাদীগণ সর্বপ্রথম ১৫/০২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে খরিদা কবলায় দাগ ভুল বিষয়ে জানতে পারেন। সর্বশেষ ০১/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ দলিলের দাগ সংশোধন করে দিকে অস্বীকৃতি জানান। সুতরাং বিগত ০১/০৮/২০১১ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুদ্বয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৩) <u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ</u> **" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "**

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৪) **<u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ঃ</u> নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?** পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো। প্রতীয়মান হয় বাদীপক্ষ ১ আর এস ২৪৮ নং খতিয়ানের ১১৯৮৫/১১৯৮৬ দাগে ১৪ শতক এবং ২ নং তফসিলোক্ত আর এস ২৪৮/৬২২ খতিয়ানের ১১৯৮৫/১১৯৮৬/১১৯৮৭ দাগা সামিল বি এস ১১১/১১৩/২১০৯ নং খতিয়ানের ১৬২৭৯/১৬২৮০/১৬২৮১ দাগে ৪৩ শতক আন্দরে ২১.৫০ শতকে স্বত্ব দাবি করেন।

১৫) বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় আর এস ২৮৪ নং খতিয়ানের সিসি কপি [প্রদর্শনী-১] হতে প্রতীয়মান হয় নালিশী আর এস ১১৯৮৫ দাগে ১৫ শতক সম্পত্তিতে মন্তব্য কলামমতে মালিক ছিলেন জমিলা খাতুন গং। অংশমতে জমিলা খাতুন ৭.৫০ শতকে স্বত্ববান ছিলেন মর্মে পাওয়া যায়। উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে জমিলা খাতুন ওয়ারীবিহীন মৃত্যুতে তাহার স্বত্ব ভ্রাতা আবদুছ ছত্তার পায়। [প্রদর্শনী-৭] হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত আবদুছ ছত্তার ২১/০৪/১৯৫৯ ইং তারিখের ২০৭০ দলিল মূলে ১১৯৮৫ বাদীগণের পিতা আনু মিয়ার নিকট ৭.৫০ শতক সম্পত্তি হস্তান্তর করেন।

১৬) প্রদর্শনী-১ হতে আরো প্রতীয়মান হয় নালিশী আর এস ১১৯৮৬ দাগে ৮.০০ শতক সম্পত্তির মালিক ছিলেন আনছার আলীর পুত্র হামিদ আলী। বাদীপক্ষের দাবিমতে হামিদ আলী মরনে দুই পুত্র

আবদুর রশিদ ও আবদুল সামাদ গং গত ৬/২/৪৩ ইং তারিখের ৭৩৮ নং দলিল মূলে উক্ত ৮ শতক ভূমি আবদুল বারিক সারেং এর নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত কবলার সি.সি কপি [প্রদর্শনী-৩] হতে ইহার সত্যতা পাওয়া যায়। প্রদর্শনী-৫ হতে দেখা যায়, উক্ত আবদুল বারিক সারেং ১৫/৫/১৯৪৬ ইং তারিখের ৩৬৯৪ নং দলিল মূলে আর. এস. ৬২২ খতিয়ানের ১১৯৮৭ দাগে ২০ শতক এবং আর. এস. ১১৯৮৬ দাগে ০৮ শতক সহ মোট ২৮ শতক সম্পত্তি নজির আহম্মদ এর নিকট বিক্রয় করেন। প্রদর্শনী-৬ হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত নজির আহাম্মদ গত ১৮/১১/৫৭ ইং তারিখের ৮১০৩ নং কবলামুলে আহামদ হোছাইন এর নিকট আর. এস. ১১৯৮৭ দাগে ৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। আহামদ হোছাইন উক্ত ৬ শতক ভূমি ২৮/৮/৬১ ইং তারিখের ৬৪৫৯ দলিল প্রদর্শনী-৪ মূলে আনু মিয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। প্রতীয়মান হয় যে আনু মিয়া প্রদর্শনী-৭ মূলে আর এস ১১৯৮৫ দাগে ৭.৫০ শতক এবং প্রদর্শনী-৪ মূলে ১১৯৮৭ দাগে ৭.৫০ শতক (৩ গন্ডা ৩ কড়া) সম্পত্তি খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

১৭) বাদীপক্ষ দাবি করেন যে আনু মিয়ার স্বত্বীয় সম্পত্তি তাহার স্ত্রী মোসাম্মৎ ছফেয়া খাতুন কর্তৃক পটিয়া ৪র্থ মুনসেফী আদালতে দায়ের করা মানি মোকদ্দমা নং-৬/১৯৬৭ এবং পরবর্তীতে মানি জারি মোকদ্দমা নং-১৩/১৯৬৮ মামলায় নিলাম হয়। উক্ত নিলামের বয়নামা প্রদর্শনী-৮ ও দখল দেওয়ানী এর সিসি কপি প্রদর্শনী-৯ হতে প্রতীয়মান হয় , আর এস ১১৯৮৫/১১৯৮৬ দাগে ১৪ শতক এবং ১১৯৮৭ দাগে ৭.৫০ শতক সম্পত্তি নিলাম হলে জনৈক তমিজ গোলার ১/৮/৬৯ ইং তারিখে নিলাম খরিদ করেন এবং ২৯/১১/১৯৬৯ ইং তারিখ উক্ত সম্পত্তির দখল প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রদর্শনী-২ হতে দেখায় যায়, নিলাম খরিদ্দদার তমিজ গোলাল এর ওয়ারীশগণ ৮/১০/৭৩ ইং তারিখের ৫৪০৬ কবলা মূলে আর. এস. জরীপের ২৪৮ খতিয়ানের ১১৯৮৫, ১১৯৮৬ দাগাদীর আন্দর ১৪ শতক বাড়ী ভিটি এবং আর. এস. জরীপের ৬২২ নং খতিয়ানের ১১৯৮৭ দাগের আন্দর ৭$\frac{১}{২}$ শতক বশত বাড়ী সহ মোট ২১$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তি বাদীগণ বরাবর হস্তান্তর করেন। এভাবে বাদীগণ খরিদসূত্রে ২ নং তফসিলোক্ত ২১$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান মর্মে দাবি করেন। ১ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি ২ নং তফসিলে অন্তর্ভক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৮) এদিকে বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় দলিলাদি [প্রদর্শনী-ক২] হতে দেখা যায় বাদীগনের পূর্ববতী আনু মিয়া ০৮/১২/১৯৭৯ ইং তারিখে ১৮০৭৫ নং কবলামূলে নালিশী আর এস ১১৯৮৫ দাগে ৬ শতক ভূমি মোঃ এখলাছ মিয়া ও জহুর আলম বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রতীয়মান হয় যে, আনু মিয়া ১৯৫৯ সনে প্রদর্শনী-৭ মূলে যে ৭.৫০ শতক ভূমি খরিদ করেছিলেন সেখান থেকে ৬ শতক ভূমি হস্তান্তর করেছেন। [প্রদর্শনী-ক২] পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত কবলায় বাদীর বায়া তমিজ গোলার এর পুত্র অলি আহম্মদ সাক্ষী রয়েছে। এখলাছ মিয়া ও জহুর আলমের মধ্যে আপোষ বন্টনে উক্ত ৬ শতক ভূমি জহুর আলম পায় এবং জহুর আলমের মৃত্যুতে ৫১ নং বিবাদী বর্তমানে উক্ত সম্পত্তিতে ভোগদখলকার হন মর্মে দাবি করেন। আবার বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় কবলা [প্রদর্শনী-৫] হতে পাই যে আবদুল বারিক সারাং হতে ২৮ শতক ভূমি ১৯৪৬ ইং সনের কবলামূলে নজির আহম্মদ প্রাপ্ত হন। উক্ত নজির আহম্মদ হতে ১৮/১১/৫৭ ইংরেজী

তারিখের ৮১০০ নং কবলামূলে [প্রদর্শনী-চ] মূলে আনু মিয়ার পুত্র নুরুল ইসলাম ১১৯৮৭ দাগে ৭ শতক ভূমি খরিদ করেন। একই তারিখের ৮১০১ নং কবলা প্রদর্শনী-চ১ মূলে আনু মিয়া ১১৯৮৭ দাগে ৭ শতক এবং একই তারিখের ৮১০৩ নং কবলা প্রদর্শনী-চ২ মূলে ১১৯৮৭ দাগে ৬ শতক ভূমি আহম্মদ হোসাইন খরিদ করেন। আবার একই তারিখের ৮১০২ নং কবলা প্রদর্শনী-ক১ মূলে নালিশী আর এস ১১৯৮৭ দাগে ১ শতক এবং ১১৯৮৬ দাগে ৮ শতক ভূমি আনু মিয়ার পুত্র ফয়জুল আলম খরিদ করেন। প্রতীয়মান হয় যে নজির আহম্মদ উক্ত হস্তান্তরসমূহ দ্বারা আর এস ১১৯৮৭ দাগের ২০ শতক ভূমি হতে নিঃস্বত্ববান হন। উক্ত আহামদ হোসেন এর খরিদা আর. এস. ১১৯৮৭ দাগের ০৬ শতক ভূমি ২৮/০৮/৬১ ইং তারিখের ৬৪৫৯ নং কবলা মূলে আনু মিয়া খরিদ করেন মর্মে পাওয়া যায়। প্রদর্শনী-ঙ ও প্রদর্শনী-ঙ১ হতে প্রতীয়মান হয় স্বত্ব দখল দৃষ্টে আনু মিয়া, নুরুল ইসলাম ও ফৈজুল আলমের নামে বি. এস. ১১৩ ও ২১০৯ নং খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়।

১৯) বিবাদীপক্ষের দাবি হলো উক্ত আনু মিয়া মরনে তাহার ২ স্ত্রী ছফেয়া খাতুনের গর্ভজাত ৩ পুত্র যথা ৩৮ নং বিবাদী, অপর পুত্র নুরুল ইসলাম ও ফয়জুল আলম এবং ৪ কন্যা ৩৯-৪১ নং বিবাদী ও অপর কন্যা সহরবানু হয়। ২য় স্ত্রী আনোয়ার বেগম এর গর্ভজাত ৩ পুত্র ১-৩ নং বাদীগণ ও আবদুল মোনাফ এবং ২ কন্যা মইরা বেগম ও সাজেদা বেগম হয়। নুরুল ইসলাম অবিবাহিত মরণে তৎ সহোদর ২ ভ্রাতা ৩৮নং বিবাদী ও ফৌজুল আলম এবং ৪ ভগ্নি ৩৯-৪১ নং বিবাদীগণ এবং সহর বানু ওয়ারিশ হয়। তপশীলোক্ত দাগাদীতে খরিদা ও মৌরশী স্বত্বে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় ফৈজুল আলম সন্তানবিহীন মরনে তৎ সহোদর ভ্রাতা ভগ্নি ৩৮-৪১ নং বিবাদী এবং সহর বানুকে ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যান। সহর বানুর মৃত্যুতে ৪২-৫০ নং বিবাদী এবং সিরাজুল হক, মরিয়ম বেগম ব্যক্তিগণ ওয়ারিশ হয়। উক্ত মতে এই বিবাদীগণ তপশীলোক্ত নালিশী আর. এস. ১১৯৮৫, ১১৯৮৬, ১১৯৮৭ দাগাদিতে আনু মিয়া হইতে মৌরশী সূত্রে এবং নুরুল ইসলাম ও ফৌজুল আলম হইতে ওয়ারিশী সূত্রে মোট ২৫.৮০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হবার দাবি করেন।

২০) উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাদীগনের পূর্ববর্তী আনু মিয়া ১৯৫৯ ইং সনে প্রদর্শনী-৭ মূলে নালিশী ১১৯৮৫ দাগে ৭.৫০ শতক ভূমি খরিদ করেন। নালিশী আর এস ১১৯৮৬ দাগে ৮ শতক ও ১১৯৮৭ দাগে ২০ শতক মিলে মোট ২৮ শতক ভূমি প্রদর্শনী-৫ মূলে নজির আহম্মদ সওদাগর প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে নজির আহম্মদ হতে ১১৯৮৭ দাগে ৬ শতক ভূমি আহম্মদ হোসেন খরিদ করেন এবং আহম্মদ হোসেন হতে প্রদর্শনী-৪ মূলে উক্ত ৬ শতক আনু মিয়া প্রাপ্ত হয়। আবার নজির আহম্মদ হতে ১৯৫৭ ইং সনে প্রদর্শনী-চ মূলে ১১৯৮৭ দাগে ৭ শতক ভূমি আনু মিয়ার পুত্র নুরুল ইসলাম খরিদ করে এবং একই তারিখে উক্ত দাগে প্রদর্শনী-চ১ মূলে আনু মিয়া ৭ শতক ভূমি খরিদ করেন। একই তারিখের কবলা প্রদর্শনী-ক১ মূলে ১১৯৮৬ দাগে ৮ শতক এবং ১১৯৮৭ দাগে ১ শতক ভূমি আনু মিয়ার পুত্র ফৈজুল আলম খরিদ করেন। প্রতীয়মান হয় যে আনু মিয়া খরিদসূত্রে ১১৯৮৫ দাগে ৭.৫০ শতক এবং ১১৯৮৭ দাগে ১৩ শতক ভূমি খরিদ করেছিলেন। প্রতীয়মান হয় যে আনু মিয়া ১১৯৮৬ দাগে কোন সম্পত্তি খরিদ করেননি। আনু মিয়ার ১১৯৮৫ দাগে ৭.৫০ শতকে স্বত্ববান এবং ১১৯৮৬ দাগে কোন স্বত্ব না থাকা স্বত্বেও

কথিত নিলামে ১১৯৮৫/১১৯৮৬ দাগে মোট ১৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয়ের বিষয়টি আমার নিকট বোধগম্য হয়নি। আবার ১১৯৮৫ দাগে ৭.৫০ শতক ভূমি হতে ৬ শতক ভূমি আনু মিয়া নিলাম পরবর্তী সময়ে ৫১ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী জহুর আলম গং দের নিকট ০৬/১২/১৯৭৯ ইং তারিখে হস্তান্তর করেছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। কথিত নিলামে ১১৯৮৫ দাগের ভূমি বিক্রয় হয়েছিল বিধায় আনু মিয়ার উক্ত দাগে হস্তান্তর যোগ্য কোন স্বত্ব ছিল না বলে আমি মনে করি। সুতরাং ৫১ নং বিবাদীর পূর্ববর্তীগণ উক্ত কবলামুলে কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২১) বিবাদীপক্ষের দাবি হলো বাদীর দাবিকৃত কথিত নিলাম ফেরবী ও যোগসাজমূলক উপায়ে সৃজিত। উক্ত মানি মোকদ্দমা, জারি এবং কথিত নিলাম একই পরিবারের লোকজনের মধ্যে হয়েছিল। বিবাদীপক্ষ কথিত নিলাম ফেরবী ও যোগসাজসমূলক উপায়ে হাসিলকৃত মর্মে দাবি করলেও তৎ সমর্থনে কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমান হাজির করতে পারেননি। উপরন্তু বিবাদীপক্ষ স্বীকৃতমতে কথিত মানি মোকদ্দমার নথি বিনষ্ট করা হয়েছে মর্মে যে দাবি করেছেন তা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে উক্ত মানি মোকদ্দমার বিষয়টি সত্য এবং নিলামের বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য। তবে প্রদর্শনী-৮ ও ৯ হতে প্রতীয়মান হয় যিনি বাদী ডিক্রীদার তিনি দায়িক আনু মিয়ার স্ত্রী ছিলেন। আবার যিনি নিলাম খরিদ্দার তমিজ গোলাল পিতা- মীর কাসেম এবং দায়িক আনু মিয়া-পিতা মীর কাসেম পরস্পর আপন ভ্রাতা হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার দখল গ্রহন করেছে আনু মিয়ার ভ্রাতুষপুত্র সোলতান আহমদ। প্রতীয়মান হয় যে উক্ত মানি মোকদ্দমা ও জারির বিষয়টি একই পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা সত্য যে উক্ত মানি মোকদ্দমা, জারি এবং কথিত নিলাম একই পরিবারের লোকজনের মধ্যে হয়েছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে উক্ত নিলাম বে-আইনী ও যোগসাজসমূলক উপায়ে হাসিল হয়েছে। কথিত নিলাম সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হলেও মূলত ১১৯৮৬ দাগে আনু মিয়ার স্বত্বহীন সম্পত্তি বিক্রিত হয়েছে যা সম্পূর্ন বে-আইনী হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান। কথিত নিলাম মূলে নিলাম খরিদদ্দার ১১৯৮৫ দাগে ৭.৫০ শতকে স্বত্ববান হবেন। আবার আনু মিয়া ১১৯৮৭ দাগে ১৩ শতকে স্বত্ববান থাকলেও নিলামে উক্ত দাগে ৭.৫০ শতক থাকায় নিলাম খরিদ্দার ৭.৫০ শতকেই স্বত্ববান হবে মর্মে বিবেচনা করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীগণ নিলাম খরিদ্দদার তমিজ গোলাল এর ওয়ারীশগণ হতে ২১.৫০ শতক ভূমি খরিদ করিলেও প্রকৃত পক্ষে তাহারা নালিশী আর এস ১১৯৮৫ দাগে ৭.৫০ শতক এবং ১১৯৮৭ দাগে ৭.৫০ শতক সহ মোট ১৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হবেন। সুতরাং তফসিলোক্ত নালিশী দাগাদিতে সম্পূর্ন ভূমিতে বাদীগনের স্বত্ব স্বার্থ নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২২) বি এস ২১০৯ ও ১১৩ নং খতিয়ানের সি.সি কপি প্রদর্শনী- ঙ ও ঙ১ হতে দেখা যায়, নালিশী আর এস ১১৯৮৫, ১১৯৮৬,১১৯৮৭ নং দাগের সামিল বি এস দাগ ১৬২৭৯, ১৬২৮০ ও ১৬২৮১ দাগ হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। বি এস ১৬২৮০ দাগে ৮ শতক ভূমি ফৈজুল আলম এর নামে শুদ্ধরুপে রেকর্ড হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিবাদীগণ কর্তৃক দাখিলীয় নামজারি ৫৪৮৯ নং খতিয়ানের সি.সি কপি প্রদর্শনী-খ১ হতে প্রতীয়মান হয় নালিশী বি এস ১৬২৮০ ও ১৬২৮১ দাগে ১৮ শতক ভূমিতে মোঃ ইদ্রিস ৩৮ নং বিবাদী গং দের দখলে রয়েছে। সুতরাং নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের দখল নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক বিবেচনায় নালিশী তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে বাদীগণ ১৫ শতকে স্বত্ববান হলে সম্পূর্ন ভূমি স্বত্ব এবং দখল বিদ্যমান নেই। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় নং-৫ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিস্পত্তি করা হলো।

২৩) **বিচার্য বিষয় নং-৩ ও ৬ ঃ**

অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কিনা ?

তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বিগত ৮/১০/১৯৭৩ ইং তারিখের ৫৪০৬ নং কবলা সংশোধনযোগ্য কিনা ?

যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলিগণ অত্র মামলা তামাদিতে বারিত মর্মে দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেছেন যে বাদীগণ বরাবরই কথিত দলিল বিষয়ে অবগত ছিলেন। বাদীগণ দলিল সম্পাদনের প্রায় ৩৮ বছর পর অত্র দলিল সংশোধনের মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন যা তামাদি দ্বারা বারিত। বাদীপক্ষের দাখিলীয় ৮/১০/২০১৩ ইং তারিখের তর্কিত ৫৪০৬ নং কবলার সি.সি কপি প্রদর্শনী-২ হতে প্রতীয়মান হয় যে বাদীগণ নিজেরাই উক্ত কবলার গ্রহীতা হন। ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে দলিলের তফসিলে আর এস ১১৯৮৫ ও ১১৯৮৬ দাগের স্থলে ভুলক্রমে ১২৯৮৫ ও ১২৯৮৬ দাগ লিপি হয়েছে কেননা প্রদশনী-১১ হতে প্রতীয়মান হয় সাহামীরপুর মৌজার জে এল নং ১১ এর দাগের সূচীপত্র মতে আর এস সর্বশেষ দাগ ১২৯৪৬। সুতরাং ১২৯৮৫ ও ১২৯৮৬ দাগ লিপি সম্পূর্ন ভুল ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রশ্ন হলো দলিলে দাগ লিপি ভুল মর্মে প্রতীয়মান হলেও বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পাবার অধিকারী কিনা ? তামাদি আইন ১৯০৮ এর ১১৩ ধারার বিধান মতে দলিলে ভুল বিষয়টি জানার ৩ বছরের মধ্যে দলিল সংশোধনের মামলা করতে হয়। অত্র মামলায় দেখা যায় বাদীগণ স্বয়ং তর্কিত দলিলের গ্রহীতা। এমতাবস্থায় দলিলে কথিত ভুল বিষয়টি বাদীগণ সর্বপ্রথম ১৫/০২/২০১১ ইং তারিখে খাজনা পরিশোধ করতে গিয়ে জানতে পেরেছেন মর্মে বাদীপক্ষের এরুপ দাবি কোনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাদীগণ বরাবরই শুরু হতে কথিত ভুল বিষয়ে অবগত ছিলেন মর্মে আমি বিশ্বাস করি। কেননা নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কে বাদীগনের নামে কোন বি এস জরিপ হয়। বি এস জরিপ ফাইনালি পাবলিশড হয়েছে বা সমাপ্ত হয়েছে ১৯৯৪ সনের দিকে। যেহেতু বাদীগনের নামে জরিপ হয়নি সুতরাং সেই সময় হতেই দলিলের কথিত ভুল বিষয়ে বাদীগণ অবগত থাকার কথা যা বাদীগণ অস্বীকার করেছেন বলে আমি মনে করি। অত্র আদালত এরুপ মনে করে যে বাদীগণ পূর্ব হতেই কথিত ভুল বিষয়ে অবগত ছিল কিন্তু কোন আইনী পদক্ষেপ গ্রহন করেননি। যেহেতু দলিলে ভুল বিষয়ে অবগত থাকা স্বত্বেও নির্ধারিত ৩ বছর সময়ের মধ্যে অত্র মামলা আনয়ন করেননি সুতরাং অত্র মামলা তামাদিতে বারিত মর্মে প্রতীয়মান হয়। তামাদিতে বারিত বিধায় বাদীপক্ষ দলিল সংশোধনের ডিক্রী পাবার হকদার নহেন। এভাবে অত্র বিচার্যদ্বয় বিষয় বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিস্পত্তি করা হলো।

২৪) <u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ</u>

“ বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?”

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সম্পূর্ন ব্যর্থ

হয়েছে। নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব স্বার্থ ও দখল নেই এবং বাদীর মামলা তামাদিতে বারিত মর্মে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু বিচার্য নং ৩, ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং অত্র মামলা খারিজযোগ্য হয়।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দলিল সংশোধন ও ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৩৫/৩৮-৪৫/৪৮-৫০/৫১ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হলো।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।